রোববার

॥ অর্থনীতি

৩৮ বর্ষ ॥ ০৪ সংখ্যা ॥ ২৪ জানুয়ারি ২০১৬ ॥ মূল্য ১০ টাকা

ইসলামী ব্যাংকিং : দ্রুত বিকাশমান আর্থিক ধারা

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের কার্যক্রমে **সার্বজনীন কল্যাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও সুষম বন্টনকে গুরুত্ব** দেয়। এ কারণে প্রচলিত আর্থিক সূচকের পরিবর্তে উদ্দেশ্য অর্জনের মাপকাঠিতে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সফলতা নিরূপণ অধিকতর যুক্তিযুক্ত। শুধুমাত্র সম্পদমূল্য বা মুনাফা বিবেচনার প্রচলিত পন্থায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর অবস্থান ও অবদান মূল্যায়নে এর আংশিক চিত্রই পাওয়া যাবে।

তিন দশক আগে এদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের যাত্রা শুরু হয়। এই ব্যাংকিং পদ্ধতি বর্তমানে দেশের মোট ব্যাংকিংয়ের এক-পঞ্চমাংশেরও অধিক ধারণ করছে। সম্পদ মূল্যের (size of assets) ভিত্তিতে বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান এগারতম। 'সম্পদের আকৃতি'র বদলে 'বন্টনের প্রকৃতি' তথা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিবেচনায় বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অবস্থান তারচে অনেক ভালো। পৃথিবী জুড়ে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ৩৮ মিলিয়ন গ্রাহকের মধ্যে ১৩ মিলিয়ন বা ৩৫ শতাংশ গ্রাহক এককভাবে বাংলাদেশের। এ ছাড়া বৈশ্বিক ইসলামী ক্ষুদ্রঋণের ৫০ শতাংশই ধারণ করছে বাংলাদেশের বৃহত্তম শরী'আহভিত্তিক ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

দারিদ্র্য বিমোচন, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ পদ্ধতির জনচাহিদা ও বাজার অংশীদারিত্ব উত্তরোত্তর বাড়ছে। ২১ শতাংশ বাজার শেয়ার নিয়ে মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংকিং দুনিয়াব্যাপী শরী'আহ ব্যাংকিংয়ের অন্যতম কেন্দ্রভূমির (Hub) মর্যাদা পেয়েছে। সীমিত কিছু ইসলামী ব্যাংকিং প্রোডাক্ট নিয়ে নিছক আর্থিক নীতিমালা সহজীকরণের মাধ্যমে যুক্তরাজ্য ও সিঙ্গাপুর ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উদীয়মান বাজার আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে।

দেশের এক-পঞ্চমাংশের বেশি মার্কেট শেয়ার, বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং গ্রাহক সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ শেয়ার এবং বিশ্বের ইসলামী ক্ষুদ্রঋণের পঞ্চাশ শতাংশ শেয়ার নিয়ে উপযুক্ত নেতৃত্ব, প্রণোদনা ও যথাযথ ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হতে পারে।

প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার নানা প্রতিকূলতা ও মন্দা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক সময়ে শরী'আহভিত্তিক ব্যাংকিং বার্ষিক ১৮ শতাংশ গড় প্রবৃদ্ধি নিয়ে তার সামর্থ্য ও দক্ষতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৪ সালে বিশ্বব্যাপী পাঁচ শতাধিক ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্পদের পরিমাণ প্রায় ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার যা আগামী পাঁচ বছরে পাঁচ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে অনুমিত হয়। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার উদীয়মান অর্থনীতির দেশ।

ইসলামী ব্যাংকিং বিশ শতকের পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত ছিল গবেষণার বিষয়। এ ব্যবস্থা ছিল দার্শনিক ও প-িত ব্যক্তিদের রচনাবলির মধ্যে সীমিত। ষাটের দশকে এ নিয়ে বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। সত্তরের দশকে তা বৃহত্তর পরিসর ও আঙ্গিকে বিস্তার লাভ করে। আশি ও নব্বইয়ের দশকে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি আরো সংহত হয়। একুশ শতকে ইসলামী ব্যাংকিং আধুনিক বিশ্বে কল্যাণমুখী টেকসই ব্যাংকিং ধারা হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে। বিগত দশকগুলোতে ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি প্রতিযোগিতাময় বৈশ্বিক আর্থিক পরিম-লে তার যোগ্যতা ও সমতা প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছে। সাম্প্রতিক বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক মন্দা ও নানা টানাপোড়েনের মাঝেও এ ব্যবস্থা টিকে থাকার বিশেষ সামর্থ্য দেখিয়েছে। ইসলামী পদ্ধতির এই সমতা বিশ্বের আর্থিক বিশ্লেষক ও চিন্তাবিদদের দৃষ্টি আর্কষণ করেছে।